Vol. 54 | No. 2 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় 'সময়' প্রসঙ্গ

Volume	54
Issue	2
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Nepa Zahan
Published online	February 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i2.8
Pages	১৫৯-১৭৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Check for updates

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় 'সময়' প্রসঙ্গ

নিপা জাহান*

সারসংক্ষেপ : কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় 'সময়' শব্দগত এবং ভাবগতভাবে পুনরাবৃত্ত একটি প্রসঙ্গ। এর একটি দৃশ্যমান পরিক্রমা নিবিড় পাঠে ধরা পড়ে। সমকাল-চেতনার সঙ্গে সমীকৃত করে এবং দৈশিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট-লগ্ন করে এই কবির সময়-চেতনার স্বরূপ সমালোচকগণ উন্মোচন করলেও সময়-সংক্রান্ত তত্ত্বের আলোকে তাঁর কবিতা ব্যাখ্যাত হয়নি। কবির ব্যক্তিগত সময়-ভাবনা, সমকালিক প্রভাবজাত সময়, প্রাচীন দার্শনিক থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের সময়-চিন্তনের সূত্রে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সময়-প্রসঙ্গের বিশ্লেষণাত্মক এবং পুনর্নির্মাণমূলক প্রচেষ্টা আমাদের এই প্রবন্ধ।

জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) মৃত্যুর পর লেখা এক প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) তাঁকে অভিহিত করেছিলেন 'বিশৃঙ্খল যুগে ধ্যানী কবি' হিসেবে।[১] দুই মহাযুদ্ধের ক্ষত নিয়ে বিশ শতকের প্রথমার্ধ যতটা 'বিশৃঙ্খল', এর পরবর্তী সময়টাও স্নায়ুযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদের নতুন রূপ ও ছোট-বড় সংঘাত-বিপর্যয়ে ততটা সুশৃঙ্খল হতে পারেনি। বরং নতুন আগ্রাসন, নতুন সঙ্কটে বাঙালি তথা 'তৃতীয় বিশ্ব' ধুঁকেছে। এর মধ্যেই সাহিত্যিকগণ জারি রেখেছেন তাঁর চর্চা, সৃষ্টি করে চলেছেন নতুন ধারা-উপধারা। উত্তর-রৈবিক বাংলা কাব্যে জীবনানন্দের কাব্য-অনুধ্যান তখনকার জন্য যেমন ব্যতিক্রম, এখনকার পাঠক-কবির জন্যও তেমনি কুহকী এবং অনতিক্রম্য। 'মহাগোধূলির' এই কবির দিনযাপন ও কবিতাযাপন একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পাঠেও তাই নানামাত্রিক (Multi-dimentional) সম্ভাবনায় অত্যুজ্জ্বল। সমকালেই সমালোচকগণ জীবনানন্দ দাশকে পরিয়েছিলেন 'নির্জনতম' বা 'পলায়নবাদী'র তকমা, যা জুটেছিল মূলত কবির যুগমানস ও কালিক প্রেক্ষাপটে বিযুক্ত থাকার অভিযোগে। তবে সমসময়ে বা পরে তাঁর সমকালকে পাশ কেটে না যাবার প্রামাণ্য আলোচনাও নেহাত কম হয়নি। আমাদের অবলোকন, 'সময়-প্রসঙ্গ' কবির কাব্য-পরিক্রমার বিকাশলগ্ন এবং পর্যায়ক্রমে তা নিবিড়। তাই পুনঃপাঠে

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

'সময়'-কে গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নিত করা যায়। জীবনানন্দে কখনো সময় সংক্রান্ত তত্ত্ব, মহাসময়, সময়গ্রন্থি, যুগচৈতন্য, কালিক ভাবনা এবং অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের পটভূমিতে কবিতা পরিকল্পিত বা বিন্যস্ত হয়েছে; কখনো ইতিহাসের ফ্রেম কবিতাকে ধারণ করেছে। এই বিন্যাস বা ধারণ কখনো শব্দগত, কখনো মর্মগত এবং বিশেষত ধারণগত (Idealistic)।

১:০

বলা হয়ে থাকে এককভাবে একটি কাব্যগ্রন্থ বিশ শতকের বিশ্বসাহিত্যে কবিতায় মোড় ফিরিয়েছিল– সেটি *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড*। কাব্যটির শুরু– "এপ্রিল নিষ্ঠুর মাস, তখন জন্মায়/ লাইলাক মরা মাঠে..." (এলিঅট : ২০১১ : ১৫)। পঞ্জিকার চতুর্থ মাসের উল্লেখে সময় সংক্রান্ত সচেতনতা টি.এস. এলিঅট শুরুতেই পাঠকের মনে প্রবেশ করিয়ে দেবার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি যে কাব্যের প্রাণ, 'সময়' সেখানে নিঃসন্দেহেই গুরুত্বপূর্ণ। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পর্বের অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি *ফোর কোয়ার্টেটস*। এর চারটি খণ্ডের প্রথমটি *বার্নট নর্টন* (১৯৩৫)-এর শুরুও সময়-নির্দেশক শব্দপুঞ্জে, চিন্তনের গোলকধাঁধাঁয়–

বর্তমান কাল আর বিগত যে কাল
উভয়েই বর্তমান বোধ করি ভবিষ্যৎ কালে,
বিধৃত বিগত কালে ভবিষ্যৎ কাল।
সর্ব কালই যদি হয় চির বর্তমান।
সব কালই গত চিরতরে।
(এলিঅট *বার্নট নর্টন*, *চৌতাল*)

অন্যত্র –

লিপিবদ্ধ ইতিহাস-প্রদত্ত আশ্বাস ছেড়ে দূরে
পেছনে তাকানো, আধো-খোলা চোখ দিয়ে পেছনে তাকানো
কাঁধের ওপর দিয়ে, আদিম আতঙ্ক বরাবর।
এখন জেনেছি, আমরা যন্ত্রণার ক্ষণগুলি...
(এলিঅট, *দ ড্রাই স্যালুয়েসেন*, *চৌতাল*)

– অর্থাৎ, *চৌতাল* কাব্যে কালানুভূতির প্রকাশ প্রবল। জগন্নাথ চক্রবর্তীর মতে মুহূর্ত ও মহাকাল নিয়ে বিস্তৃত চিন্তার ফসল এই কাব্য। তাঁর ভাষায়–

> কালচক্রের মধ্যেই সবকিছু আবর্তিত, না মানুষই কালের নিয়ামক, এই প্রশ্ন নিয়ে কবি এখানে ভাবিত। গ্রিক দার্শনিকরা কালকে বৃত্তাকার বলে ভাবতেন। তাঁরা মনে করতেন নতুন কিছুই সংসারে ঘটে না, সব ঘটনাই আবৃত্তি পুনরাবৃত্তি মাত্র। কিন্তু

> সন্ত আগস্তিন মনে করেন, মানুষ কালের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, সে কালের স্রষ্টা। মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে, পুরাতনকে পরিত্যাগ করে নতুনের আবাহন করে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালের পৃথক ধারণাকে চূর্ণ করে সব কালকেই বর্তমান কালেরই প্রসারণ বলেও আবার মনে করা যায়, মহাকালের মধ্যেই আজকাল পৃথিবী জগৎ সংসার ঘুরছে, কিন্তু সব আবর্তনচক্রের কেন্দ্রবিন্দুটি স্থির বিন্দু, the still point। নীরবতার মধ্যেও সংগীত আছে, শব্দ আছে, তবে তা নিস্পন্দ, স্থির ও কালোত্তীর্ণ। ঈশ্বর যেমন একই সঙ্গে আলফা এবং ওমেগা, তেমনি একই সঙ্গে আদি ও অন্ত ও একাকার। কথা বা word যখন logos বা শব্দার্থে রূপান্তরিত হয় তখন তা পূর্ণতা বা Perfection লাভ করে, তখন তা হয় মৃত্যুঞ্জয়। (এলিঅট : ২০১১ : ভূমিকা)

–তীব্র দার্শনিক তত্ত্ব-চিন্তার *পোড়েজমি* ও *চৌতাল* উদ্দীপিত করেছিল রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতাবাদীদের। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এর প্রতিফলন দুর্লক্ষ্য নয়। যুগের 'সময়-ভাবনা' জীবনানন্দ মর্মে ধারণ করেছিলেন। জীবনানন্দ দাশ এবং ডব্লিউ বি ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩৯) একই গোত্রভুক্ত সময়ের রূপায়ণে ও প্রতীকের নির্মাণে। সময়ের পারাপারে যে অতীত তা-ই অবয়ব পায় ইয়েটসের বাইজানটিয়াম নিনেভেতে। আর বিম্বিসার অশোকের জগতের ধূসরতা, দূর বিদর্ভ নগরের অন্ধকার বনলতা সেনের পেছনে অনিত্যতার পর্দার মতো কাঁপতে থাকে এবং তার ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বকে মূল্যবান করে তোলে। শ্যামলীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে শূন্য সব অন্তরের ব্যথা। এই শান্ত অচঞ্চলতা, নির্বেদ, বিষাদ, সময়ের অমোঘ গতি দেখে ইচ্ছার বিবর্ণতা—এইসব জীবনানন্দের কবিতায় সাকার হয়েছে শীত আর হেমন্ত ঋতুতে, ইয়েটসের কবিতায় winter এবং autumn-এ[২] ঈষৎ পূর্ববর্তী এলিঅট ও ইয়েটসের সময়-চিন্তন জীবনানন্দ দাশকে প্রভাবিত করেছিল এটা তাঁর পাঠকমাত্রেরই প্রায় জানা আজ।

১:১

কবিতায় 'সময়' প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের অভিমত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি স্পষ্টতই প্রবন্ধে বলেছেন— "কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার। কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।" (*উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য, কবিতার কথা*)। ইতিহাসের সূত্রে আমাদের 'বিশ্বভাবনা' তৈরি হয়—এ কথা জানিয়েছিলেন ডিলথে। তাঁর মতে – "আমরা আমাদের নিজেদের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে এড়াতে পারি না। আর যদিও আমাদের পরিসীমা থেকে আরো দূরে ছড়ানো রয়েছে : দিগন্ত; এটা কিছুতেই নিশ্চিত নয় যে আমরা আমাদের প্রয়োজন আর বিশ্বাত্মবোধ যা সমগ্র মানবতাকে একসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছে—খুঁজে পাবো'। – ডিলথের এই অনুচিন্তনই বিভাবিত করেছিল জীবনানন্দকে।" (মাসুদুজ্জামান : ১৩৯৮ : ১১৯-১২০)। দার্শনিক উৎসের সন্ধান করলে দেখা যাবে

জীবনানন্দ দাশ অস্তিত্ববাদী দর্শন দ্বারা ব্যাপক-প্রভাবিত। এ ধারার দার্শনিক হেগেলের সত্তা ও সময় (Being and Time) এবং কিয়ের্কেগার্ডের ভাবনাবাহিত হাইডেগার অস্তিত্বের (Existenz) কাঠামোর মধ্যে তিনটি প্রপঞ্চের যে উল্লেখ করেছেন তার সবগুলিই সময়চেতনার দ্বারা স্পৃষ্ট। তাঁর ভাবনায় অস্তিত্ব ভবিষ্যপ্রসারী (refers to the future)। অতীত ঘটনাসূত্রে বিজড়িত (Facticity to the past) এবং বর্তমান সমর্পিত (Fallenness to the present) সংঘের দিক থেকে ইতিহাসচেতনার সূত্রপাত ম্যাথু আরনল্ডের সময়পর্বে। লেসলি স্টিফেন একে দিয়েছেন 'মহাদেশীয় ইতিহাসবাদে'র (Continental Historicism) অভিজ্ঞান। মিশেল ফুকোর সংগঠনবাদী সামাজিক নন্দনচিন্তনে সঞ্চারিত হয়ে আছে যে ইতিহাসবোধ, জীবনানন্দ অনেক আগে একেই বলেছিলেন 'ইতিহাসবেদ', যুদ্ধের মতোই ইতিহাসকে খণ্ডিত এবং প্রসারিত করে দেখতে চেয়েছেন তিনি। (মাসুদুজ্জামান : ১৩৯৮ : ১২০-১২৩)। জীবনানন্দ দাশ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন– 'বিচ্ছিন্ন যুগে শুদ্ধ কবিতায় কি কোনো মানে' আছে কি-না? যদিও তিনি 'বিশেষ সময় চিহ্নের ছাপ' কবিতায় থাকাকে সমর্থন করেননি। এলিঅটের কবিতায় এই বৈশিষ্ট্য আছে বলে তিনি সন্দেহ পোষণ করেছিলেন তা 'ফিকে হয়ে যেতে পারে'। সুতরাং এলিঅট ইয়েটস-এর প্রসঙ্গ জীবননান্দের সময় ভাবনাকে ঘিরে সমালোচকের যুক্তি ক্ষুরধার করলেও নিঃসংশয় করে না।

১:২

কবির সময়-ভাবনার উৎস খুঁজতে আইনস্টাইন কিংবা বের্গসঁ-র স্মরণাপন্ন হওয়া যায়। আইনস্টাইনে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের (Theory of relativtiy)[৩] গতি, আলো, সময় প্রভৃতি প্রসঙ্গ জীবনানন্দ দাশে প্রচুর। আবার বের্গসঁর গতিতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যগ্রন্থ রচনার ইতিবৃত্ত পুরনো বিষয়। জীবনানন্দেও এর প্রভাব আবিষ্কারযোগ্য। তাঁর 'প্রগাঢ় পিতামহী' কিংবা অতীতের অনেক চরিত্র-প্রসঙ্গের উল্লেখ ও বিস্তারে বের্গসঁর Duration-এর কথা মনে পড়ে। প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশ প্রসঙ্গে তাঁর *Creative Evolution* গ্রন্থে বিধৃত বিখ্যাত অংশবিশেষ প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উদ্ধৃত হল–

> অতীতকাল ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে ভবিষ্যৎকে কাটিয়া ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে এবং অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্ফীত হইতেছে ইহাকেই বলে 'তিষ্ঠিয়া থাকা'।... "চেতন জীবের পক্ষে থাকার অর্থই পরিবর্তিত হওয়া, পরিবর্তিত হওয়ার অর্থই পরিণতি লাভ করা, পরিণতি লাভ করার অর্থ নিজেকে অবিরামভাবে সৃষ্টি করিয়া চলা। (রাধাকৃষ্ণণ্ : ১৩৭২ [২য় খণ্ড] : ২৩৭)

গন্তব্য সম্পর্কে এখানে অনিশ্চয়তা স্পষ্ট, আর এটি 'উন্মুক্ত প্রক্রিয়া'ও বটে। জীবনানন্দে গতিময়তা অবাধ বা উন্মুক্ত নয় ততটা, তবে তা অনুপস্থিত নয়। যেমন—

...নক্ষত্র যে বেগে
ছুটিছে আকাশে
তার চেয়ে আগে চলে আসে
যদিও সময়,
(মাঠের গল্প, *ধূসর পাণ্ডুলিপি*)

—এখানে 'পঁচিশ বছর আগে-পরের সঙ্গে এক প্রণয়ীর আবেগ ও অবস্থান সময়ের গতির সঙ্গে তুলনাসূত্রে বদ্ধ। অন্যত্র –

সময়স্রোতের পরে সাঁকো
বেঁধে দিতে চায়;
ভেঙে যায়;
যত ভাঙে তত ভালো।
যত স্রোত ব'য়ে যায়
        সময়ের
        সময়ের মতন নদীর
জলসিঁড়ি, নীপার, ওভার, রাইন, রেবা, কাবেরীর
        তুমি তত ব'য়ে যাও,
        আমি তত ব'য়ে চলি,
        তবুও কেহই কারু নয়।
        (দীপ্তি, *সাতটি তারার তিমির*)

এখানে 'কেহই কার নয়'—এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে সময় ও স্রোতের প্রসঙ্গ ধরে বহতা জীবন ও বহমান কালের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। চেতন দুই মানব-মানবীর সম্পর্কের দূরত্ব-চিহ্নিত গতিময় অবস্থা এই কাব্যাংশের মর্মকথা।

১:৩

সময় বিষয়ে সাম্প্রতিক ধারণার উদ্গাতা জাঁ বদ্রিলার। যাঁর চিন্তামতে— সময়ের, সভ্যতার প্রদোষবেলায় তৈরি হচ্ছে শুধু অজস্র অবভাসপুঞ্জ। বিপুল প্রতিচ্ছবির ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের বাস্তবতা। যেন-তেন প্রকারে টিকে থাকার কৌশল রপ্ত করেছি প্রত্যেকে। সময়ের ধ্বংসস্তূপে গণমাধ্যম আমাদের জন্য উৎপাদন করছে কেবল কায়াহীন ছায়ার মায়া। তবে প্রযুক্তির ইন্দ্রজাল ইতিহাসহীনতাকে ফিরিয়ে আনছে নব্য ইতিহাসবোধে। হয়তো তা আগের মতো নির্দিষ্ট ইতিহাস-প্রস্থান হিসেবে আসছে না, কিন্তু ইতিহাসের অবসান ঘোষণা, অন্তত সাময়িকভাবে, তাতে রহিত হচ্ছে। (তপোধীর : ২০১৩ : ৭৪)। জাঁ বদ্রিলার ১৯৯২ সালে *পরিণতির বিভ্রম* *(The Illusion of the End)*-এ তাঁর এ সংক্রান্ত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটান, যাতে

এলিয়াস কানেত্তির ইতিহাস অবসানের তত্ত্বের গভীর ছায়াপাত ঘটেছিল। বদ্রিলারের মতে–

> ...সব কিছু আজ সঞ্চরমান, শুধু ছুটে চলা। লক্ষ্যহীন ও দিগভ্রান্ত এই গন্তব্যহীন যাত্রায় সময়ের চিরায়ত ধারণা একেবারেই প্রাসঙ্গিক নয় আর। সময়বোধও যেন অবভাস। স্বভাবত বাস্তব নামক নির্মিতির কোনো আকরণ নির্ভরযোগ্য নয়। (তপোধীর: ২০১৩ : ৭৩)

বদ্রিলারের প্রতিবেদনে দুধরনের ভবিষ্যতের কথা আছে। তিনি বলেছেন কূটাভাসপূর্ণ এক 'ভবিষ্যৎ অতীত'-এর কথা। তাঁর ভাষায়— Soon-to be but already-gone present'— খুব শীঘ্রই হবার কথা অথচ যা ইতোমধ্যে অতীতের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এমনই এক বর্তমান। এটি আসলে প্রত্যাবর্তিত কাল, যা কেবলই চলমান যান্ত্রিক সিঁড়ির মতো আমাদের নিয়ে ওঠে আর নামে কিন্তু কোথাও পৌঁছায় না। আসলে এখানে পৌঁছানোর ধারণাটাই অবান্তর। শেষ পর্যন্ত তাই নিঃসঙ্গতা এখন বস্তুসত্তার অপরিহার্য অংশ। তাই–

> সাম্প্রতিক ঘটনা-প্রবাহ ও নৈর্ব্যক্তিক বস্তুপুঞ্জ ইদানীং শুধু বিষাদের আকল্প রচনা করে। ইতিহাসে তাদের কোনো ভূমিকা থাকে না এবং কোনোভাবেই ইতিহাসের সঙ্গে তাদের গ্রন্থি তৈরি হয় না। এই অনন্বয় যে বার বার পুনরাবৃত্ত হচ্ছে, তা আসলে সময়ের নিয়তি। আর, নিয়তি-নির্দিষ্টভাবেই এই বার্তা অজস্র অনুকৃতির মধ্য দিয়ে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। গন্তব্যহীন স্রোতের মধ্যে কোনো কিছু চূড়ান্ত নয়, কোনো লক্ষ্য বা প্রবণতা নেই তাদের। *(তপোধীর : ২০১৩ : ৮২)*

–বিশ্বায়ন, পুঁজিবাদ, মুক্তবাজার সংস্কৃতিতে দ্রব্যের প্রলোভন ও সম্মোহনে মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্যহীনতা ও বস্তুসর্বস্বতা দৃশ্যমান। বদ্রিলার একেই তাঁর প্রতিবেদনে তুলে ধরেন অজস্র চিহ্নায়নে। আর নিঃসময়ের মুখোমুখি হয়ে মানুষ দেখছে অতিচিহ্নায়নের মধ্যে সমস্ত চিহ্নায়কের মৃত্যু, আকাঙ্ক্ষা ও জ্ঞানের সার্বিক অবসান। জীবনানন্দ দাশের সৃষ্টির অর্ধশতাব্দী দূরের এই তত্ত্বও আমাদের বিশ্লেষণে প্রয়োগ করার প্রয়াস পাই যখন কবির কবিতায় আমরা নিবিষ্ট হই, আর পেয়ে যাই এমন বয়ান–

> মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন:
> সেই মুখ আর আমি রবো সেই স্বপ্নের ভিতরে।
> (স্বপ্ন, *মহাপৃথিবী*)

ব্যক্তির এই স্বপ্ন যখন সমষ্টির স্বপ্ন-বাস্তবতায় যুক্ত হয়ে মানবসভ্যতার পরিক্রমা রচনা করে; বদ্রিলারের তত্ত্ব তখন প্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত হয় জীবনানন্দে।

২ : ০

প্রথমেই বলা হয়েছে, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সময় প্রসঙ্গ পর্যায়ক্রমিকভাবে কেন্দ্রে এসেছে। আরও স্পষ্টভাবে বললে বলতে হবে যে, কবির প্রারম্ভিক কবিতাবলির তুলনায় পরবর্তীকালে রচিত কবিতাবলিতে 'সময়' শব্দগতভাবে এবং ভাবগতভাবে বেশি এসেছে। এই বক্তব্যের স্বপক্ষে বিশিষ্ট সমালোচকের অভিমত লক্ষযোগ্য–

> জীবনানন্দ দাশের ক্রমায়ত কাব্যযাত্রায় ব্যক্তিগত অবচেতনের সমান্তরালে যৌথ অবচেতন (collective unconscious) তথা ঘুম, স্বপ্ন ও অনন্ত সময়গ্রন্থির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অভিজ্ঞতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই অবচেতনালোকও গতি ও বৈচিত্র্যে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। (রফিকউল্লাহ : ২০১০ : ৩৭)

বলে রাখা প্রয়োজন—সময়ে নিরিখে কবির বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা এবং পরিণতি-অনুসন্ধী এই প্রবন্ধে ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে আলোচনায় আসবে সাতটি কাব্যগ্রন্থ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৫৪) এবং অগ্রন্থিত কবিতাগুলি আমাদের বিবেচনার বাইরে থাকবে প্রসঙ্গান্তর এবং সময়ক্রম সুবিন্যস্ত নয় বলে।[৪] *ঝরা পালক* (১৯২৭) জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রবলয় অতিক্রমণের লক্ষ্যে কবির এ যাত্রা 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল ইসলাম ও মোহিতলাল মজুমদারের অনুবর্তী' (সৈয়দ : ২০১৬ : ৭৫৩)। তবুও সময়চেতনার একটা আভাস এ কাব্যগ্রন্থেই কবি প্রদান করেছেন দু-চারটি কবিতায়। বিশেষত 'পিরামিড' কবিতায় সময়ের স্মারক হিসেবে পিরামিডকে দেখেছেন কবি—

> বেলা বয়ে যায়!
> গোধূলির মেঘ-সীমানায়
> ধূম্র মৌন সাঁঝে
> নিত্য নব দিবসের মৃত্যুঘণ্টা বাজে!
> শতাব্দীর শবদেহে শ্মশানের ভস্মবহ্নি জ্বলে! ...
> হে নির্বাক পিরামিড,—অতীতের স্তব্ধ প্রেত-প্রাণ
> অবিচল স্মৃতির মন্দির! ...
> —কত আগন্তুক-কাল– অতিথি-সভ্যতা
> তোমার দুয়ারে এসে কয়ে যায় অসম্বৃত অন্তরের কথা!
> (পিরামিড, *ঝরা পালক*)

—'নিশ্চল' পিরামিডকে চলৎ-সময়ের নিরিখে কেবল দেখা নয়, রূপকথার সময়েও বিচরণ কবির 'রাজার দুলাল'-এর ডাকে ও কথনে। এছাড়াও ব্যক্তিগত অনুভব-কল্পনাপুঞ্জ অনাদি সময়ের ভেতর দিয়ে দেখবার যে পুনরাবৃত্ত প্রবণতা জীবনানন্দে প্রচুর, তা-ও এ কাব্যেই সূচিত —

কত পূর্বজাতকের পিতামহ-পিতা,
সর্বনাশ ব্যসন-বাসনা,
কত মৃত গোক্ষুরার ফণা,
কত তিথি,—কত যে অতিথি,
কত শত যোনিচক্রস্মৃতি
করেছিল উতলা আমারে!
(সেদিন এ ধরণীর, *ঝরা পালক*)

—এই 'সময়' এলিঅটীয়, আইনস্টাইনীয় কিংবা বদ্রিলারীয় নয়– তা কবির স্ব-উপলব্ধ। জীবনানন্দের এই 'সময়'-ভাবনা এবং 'সময়'-বিন্যাসন সমগ্র বাংলা কাব্যে অভিনব। মূলত হাজার বছরের পটভূমিতে কবি পছন্দ করেন জীবন, বোধ ও অনুভবকে প্রতিষ্ঠা করতে। তাঁর বহুবিশ্রুত কবিতা 'বনলতা সেন'-এ তা স্পষ্ট। আপেক্ষিকতার তত্ত্বের বিপ্রতীপ চিরায়ত বলবিদ্যার 'পরম-সময়ে'র ধারণার কাছাকাছি এই রূপায়ণ।

ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬) কবির নিজস্বতা-চিহ্নায়ক কাব্যগ্রন্থ। কবির সময়-চিন্তনের বৈচিত্র্যও এতে বিধৃত। প্রথম কবিতাতেই 'নতুন সময়'-এর আগমন সংবাদ—

নতুন আকাঙ্ক্ষা আসে–চ'লে আসে নতুন সময়,–
পুরানো নক্ষত্রের দিন শেষ হয়,
নতুনেরা আসিতেছে ব'লে!—
(নির্জন স্বাক্ষর, *ধূসর পাণ্ডুলিপি*)

এই 'নতুন সময়' কবির প্রত্যাশা-উদ্গত, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি-প্রসূত এবং কবিতায় রূপায়ণগত দিক থেকে এলিঅটের *চৌতাল* কাব্যের গোত্রভুক্ত। আমাদের অনুমান আরও স্পষ্ট হয় কবিতাটির অপর এক পঙ্‌ক্তিতে এসে, যেখানে বলা হয়েছে– 'কতবার বর্তমান হয়ে গেছে ব্যথিত অতীত'। —আমাদের মনে পড়ে *চৌতাল* কাব্যের পূর্বোক্ত শুরুর অংশ এবং একই সঙ্গে গ্রিক দার্শনিকগণের সময়-বিষয়ক চিন্তন।[৫] মহাসময়ের খণ্ডাংশকে নিয়ে জীবনানন্দের যে নিরীক্ষা, তার দৃষ্টান্ত এ গ্রন্থের 'মাঠের গল্প'র অন্তর্গত 'পঁচিশ বছর পরে' অংশে —

শেষবার তার সাথে যখন হয়েছে দেখা মাঠের উপরে—
বলিলাম : 'একদিন এমন সময়
আবার আসিও তুমি– আসিবার ইচ্ছা যদি হয়! —
পঁচিশ বছর পরে।' ...
রহিলাম জেগে
আমি একা– নক্ষত্র যে বেগে

ছুটিছে আকাশে,
তার চেয়ে আগে চলে আসে
যদিও সময়,—
পঁচিশ বছর তবু কই শেষ হয়।
(পঁচিশ বছর পরে, মাঠের গল্প, *ধূসর পাণ্ডুলিপি*)

মহাকালের অনন্ত প্রবাহ থেকে 'পঁচিশ বছর'-কে আলাদা করে কবি মানব-চিন্তার কিংবা মানব-জীবনের প্রত্যাশা ও পরিণামকে পঙ্‌ক্তিবদ্ধ করতে চান। এমন প্রবণতা পুনরাবৃত্ত হবে পরের কাব্যগ্রন্থগুলোতেও। বিশেষত *বনলতা সেন*-এর অন্তর্গত একটি কবিতায়— "আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি! আবার বছর কুড়ি পরে" (কুড়ি বছর পরে, বনলতা সেন)। তবে এমন নির্দিষ্ট সময়ফ্রেম প্রচুর নয়– তা অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে অচিরেই কবির পছন্দানুযায়ী–"জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পরে" (কুড়ি বছর পরে, *বনলতা সেন*)— এখানে 'কুড়ি কুড়ি' অসংজ্ঞায়িত, অর্থাৎ অনির্দিষ্ট; অনেকটা 'হাজার বছর' বা 'হাজার হাজার বছর'-এর সমধর্মী। উদ্ধৃতির দ্বিতীয় অংশ লক্ষ করা যাক এবার। নক্ষত্রের চেয়ে দ্রুত বলা হয়েছে এখানে সময়ের গতি। পদার্থ বিজ্ঞান বলে, আলোর বেগ সবচেয়ে বেশি। নক্ষত্রকে আমরা আলোর সমষ্টি ধরে নিলে সময়ের গতি তার চেয়ে দ্রুততর হওয়া অসম্ভব। কবিকল্পনা এখানে আইনস্টাইনের তত্ত্বকে জেনে অতিক্রম করেছে বলা যায়। কেননা, কে না জানে—

... সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাষা ও ছন্দ)

আবার এই কাব্যের শেষ কবিতায় এসে ধ্বনিত হয়েছে স্টিভেন হকিং-এর তত্ত্ব– "সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব,—/নক্ষত্রেরও আয়ু শেষ হয়!" (স্বপ্নের হাতে, ধূসর পাণ্ডুলিপি)– *কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* গ্রন্থে হকিং একটি মহাবিস্ফোরণ থেকে সময় ও পৃথিবীর যাত্রা বলেছেন, আর এর ধ্বংসও হবে মহাসংকোচনের মধ্য দিয়ে। আর 'সময়'-এর অবসানও ঘটবে তখন, নক্ষত্রের-ও।

রচনাকালের দিক থেকে *ধূসর পাণ্ডুলিপির* পরই *রূপসী বাংলা* (১৯৫৭), যদিও প্রকাশিত হয়েছিল পরে। মূলত দেশাত্মবোধে জারিত এই কাব্যগ্রন্থে মোটের ওপর কবির সময়-ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। 'বর্তমান'-এর ভেতরে থেকে ভবিষ্যৎ 'অতীত'-এ কবির মনোলোকের অবগাহন ও কল্পনা তীব্র আবেগ নিয়ে এখানে প্রকাশিত। কাছাকাছি ধরনের সময় চিন্তার প্রতিফলন ঘটলেও এর বিশেষত্বের

জায়গাটা আমাদের প্রকল্প-নির্ভর (Hypothetical)। আমরা দ্বারস্থ হবো জাঁ বদ্রিলারের। যদিও তাঁর তত্ত্ব শান্ত-নির্মোহ নয়, বরং সংক্ষুব্ধ কালের পরিচায়ক। বদ্রিলার পুঁজিবাদ, বস্তুবাদ, বাজার-সংস্কৃতি ও পণ্য-সংস্কৃতির যুগে মানবিক প্রত্যয় ও পরিণতিকে উদ্দেশ্যহীন, ইতিহাসহীন ও গন্তব্যহীন দেখেন, এবং বৃত্তায়িত মানুষের অবস্থানকারী সময়কে দেখেন বর্তমান থেকে এগিয়ে, অথচ যা ইতোমধ্যে অতীত। জটিল এই সময়াবর্ত পটভূমির ভিন্নতা জারি রেখে জীবনানন্দে আমরা অনুসন্ধান করতে পারি। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম কবিতার প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ—

সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি—
এই নদী নক্ষত্রের তলে
সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন—
সোনার স্বপ্নের মাঠ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!
আমি চ'লে যাব ব'লে
চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে ...
খেয়ানৌকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে;
পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে র'বে চিরকাল;-
এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।
(সেই দিন এই মাঠ, *রূপসী বাংলা*)

খেয়ানৌকোগুলোর চরের কাছে লাগা-তে পুরাঘটিত বর্তমান চিহ্নিত, এর পরের পঙ্‌ক্তিতে নানাবিধ গল্পের বেঁচে থাকার প্রত্যয় ভবিষ্যৎজ্ঞাপক। এশিরিয়া-বেবিলন প্রভৃতি সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের বয়ানে সাধারণ অতীত দৃশ্যমান বর্তমানের পটভূমিতে। কবিতার শেষাংশ একরকম জটিলতামুক্ত। কিন্তু প্রথম অংশে 'সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে না'- এটা জানবার পটভূমিতে কবির চলে যাওয়া (মৃত্যু)-র ভবিষ্যৎ বাস্তবতায় একটা অতীত আড়াল থেকে সামনে চলে আসে। এই কাব্যের 'একদিন জলসিঁড়ি নদীটির', 'যেদিন সরিয়া যাব', 'ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন', 'মনে হয় একদিন', 'কোথাও চলিয়া যাব', 'একদিন যদি আমি' প্রভৃতি কবিতায় সময়ের এমন জটিল রূপায়ণ দৃশ্যমান। সময় ও কল্পনার আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া এক দ্বিধাগ্রস্ত আগন্তুক কবি। তাই তার সন্দেহ পুরাণের চরিত্রকে ঘিরে বাস্তবে, বাস্তবকে অস্বীকার করা 'আজিকার নয় যেন' বলে—

এইসব পাখিগুলো কিছুতেই আজিকার নয় যেন- নয়—
এ নদীও ধলেশ্বরী নয় যেন- এ আকাশ নয় আজিকার;
ফণীমনসার বনে মনসা রয়েছে না কি?- আছে; মনে হয়,
এ নদী কি কালীদহ নয়? আহা, ঐ ঘাটে এলানো খোঁপার

মনসার মুখ আমি দেখি না কি? বিষণ্ন মলিন ক্লান্ত কি যে
সত্য সব;—তোমার এ স্বপ্ন সত্য, মনসা বলিয়া গেল নিজে।
(হায় পাখি, একদিন : *রূপসী বাংলা*)

বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের শুরুতেই জীবনানন্দীয় সময়-বীক্ষার বিশিষ্ট প্রয়োগ– 'হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে' পথ হাঁটার সূচনা। কবিতাটিতে কবির সময়চেতনা ও প্রকৃতিচেতনার সমন্বয় ঘটেছে। বর্তমানের সময়গ্রন্থিতে ইতিহাসের একটা বৃত্তান্তসময় মিশিয়ে এর শুরু, শেষ প্রকৃতি-ভাবনায় সমর্পণে। সিংহল সমুদ্র, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ কিংবা বিদর্ভ নগর থেকে কবির যাত্রা এসে থামে পরিচিত বর্তমান স্থানে। আবার 'হায় চিল' কবিতায় বাস্তব প্রতিপার্শ্বের বর্তমান কান্নার সুরে অতীতের (পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;) দিকে যাত্রা করে কবিমন। এভাবে অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে অতীতে কবির 'সময়' যাতায়াত করে। অন্যত্র 'বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার শাল' নক্ষত্রখচিত আকাশের উপমাসূত্রে কবির সময়-ফ্রেমে বাধা পড়ে। 'ব্যক্তি থেকে ব্যাপ্তির দিক নির্দেশিত'[৬] এই কাব্যগ্রন্থে কবির সময়-ভাবনা শিখর স্পর্শ করেছে। 'শ্যামলী' কবিতায়—

অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল;
মানুষকে স্থির–স্থিরতর হতে দেবে না সময়;
সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্তনদী।
অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয়
দূর সাগরের শব্দ— শতাব্দীর তীরে এসে মরে;
কাল কিছু হয়েছিল;— হবে কি শাশ্বতকাল পরে।
(শ্যামলী : *বনলতা সেন*)

কালের জঙ্গমতা তীব্র এখানে, সভ্যতার অগ্রযাত্রা এবং প্রতিঘাতও স্পষ্ট। উগ্র-সংগ্রহী পুঁজিবাদী তথা সাম্রাজ্যবাদী পৃথিবীর অস্থির সময়-স্বরূপই কি এখানে প্রতিফলিত? বদ্রিলার যে অস্থির সময়ের কথা বলেন!—মানুষকে কেবল তাড়িয়ে ফেরে, বিনিময়ে স্থির কিছু প্রদান করে না। বের্গসঁর 'গতির ফলে পরিণতি' আসার যে তত্ত্ব, সময়ের ক্ষুব্ধ প্রবাহে কবির অবস্থান ও পর্যবেক্ষণ তার বিপরীতে। আবার ম্যাথু আর্নল্ডের Time, miliue, moment জীবনানন্দে প্রচুরভাবেই রূপায়িত। ইতিহাসমূলক সমালোচনার এ তত্ত্বে কবির ভাবনালোক নির্দিষ্ট একটি অবয়ব নিয়ে প্রতিভাত হয় 'সুরঞ্জনা' কবিতায়–

পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন;
গ্রীক হিন্দু ফিনিশিয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন

শুনেছ ফেনিল শব্দে তিলোত্তমা-নগরীর গায়ে
কী চেয়েছে? কী পেয়েছে?– গিয়েছে হারায়ে।...
মানুষ কাউকে চায়— তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে' অন্য কোন সাধনার ফল।...
ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে
উতরোল বড়ো সাগরের পথে অন্তিম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণে
তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে
(সুরঞ্জনা : *বনলতা সেন*)

—এখানে ইতিহাসের সময়, ব্যক্তির সময় (অনুভবজাত এবং পরিপার্শ্বগত) এক বিন্দুতে এসে মিলেছে। নীটশে কথিত God is dead-এর আদলে 'নিহত উজ্জ্বল ঈশ্বর' কবির যুদ্ধপীড়িত বর্তমানের প্রতীকতায় হাজির। সময়ের তোড়ে হারানো সভ্যতার যোগাসাজশে কবি বলতে চান বর্তমানের বিক্ষুব্ধতার অর্থহীনতা, সময়ের অভিঘাতের অন্তঃসারশূন্যতার কথা। আর মুনি-ঋষিদের মতোই উচ্চারণ করেন— "এই পৃথিবীর রণ-রক্ত সফলতা সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।" (সুচেতনা)। তাই প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পটভূমিতে কবি চিন্তার পরিধিকে প্রাচীন কনফুশিয়াসের সঙ্গে সমীকৃত করে রচনা করতে চান এই চেতনাপূর্ণ মানব-পৃথিবী, কবির মতে সেটাই 'সুচেতনা'–

আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুশিয়াসের মতো আমাদের প্রাণ
মূক করে রাখে; তবু চারিদিক রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।
সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে– এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ; ...
দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়–
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।
(সুচেতনা, *বনলতা সেন*)

মানবিক প্রত্যয়ের আলো জ্বেলে রণমুখর ও রক্তক্লান্ত পৃথিবীর অস্থির যে সময় চলছে, তা রোধ করবার আহ্বান কবির। কবির সময়-চেতনা ব্যক্তিক (Individual) থেকে সামষ্টিক (Collective) অভিমুখে ধাবিত এখানে। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ *মহাপৃথিবী* (১৯৪৪)-তে এই সামষ্টিক-ভাবনাপ্রসূত সময়চেতনার তীব্র বহিঃপ্রকাশ আরও নিবিড়ভাবে দেখা যাবে। এ কাব্যের প্রথম কবিতার প্রারম্ভেই ব্যক্তি ও সমষ্টির অভিমুখে কবির দৃষ্টিপাত বাণী পায় এভাবে– "একবার নক্ষত্রের দিকে চাই–একবার প্রান্তরের দিকে/ আমি অনিমিখে।" (নিরালোক, মহাপৃথিবী)—কবির কাল তথা সময় অবলোকনে স্বপ্নও পৃথিবী-উত্তর আশ্রয়-কল্পনাকারী—

তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে,
পৃথিবীর সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন,
মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন:
সেই মুখ আর আমি রবো সেই স্বপ্নের ভিতরে। (স্বপ্ন, *মহাপৃথিবী*)

সময় পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তবুও স্বপ্ন থেকে যাবে নতুন সময়ের সূচনাপর্বে, মানবিক আস্থায় কবির এই উচ্চারণ স্বপ্নদ্রষ্টার। যদিও যাবতীয় ধ্বংস, নেতি, ভয়াবহতা সম্পর্কে কবি ওয়াকিবহাল— 'সময় কীটের মতো কুরে খায় আমাদের দেশ' (বিভিন্ন কোরাস, দুই, *মহাপৃথিবী*)— এমন পঙ্‌ক্তিতে যা স্পষ্ট। কবির 'নক্ষত্র' ও 'প্রান্তরে'র দিকে তাকানোর দোলাচল এই কাব্যের পুরোটা জুড়েই বর্তমান। তাই মানুষের স্বপ্ন থেকে যাবে— এই আশাবাদের সঙ্গে সঙ্গে নেতি সময়ের আবর্তে বিশ্বাস হারানোর দীর্ঘশ্বাসও ধ্বনিত—একদিন ছিলো,–তবু শোচনীয় কালের বিপাকে/ হারায়ে ফেলেছি সেই সান্দ্র বিশ্বাস।" (বিভিন্ন কোরাস [দুই], *মহাপৃথিবী*)। পশ্চিমের উগ্র সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে যে বিপর্যয় মানবসভ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে, হুমকিগ্রস্ত করেছে কবি তা পর্যবেক্ষণ করেন 'ইতিহাস-স্বভাবের গতি'র নিরিখে। আর তৃতীয় বিশ্বের মানুষ হিসেবে নিজেকে অস্তিত্বহীন আবিষ্কার করেন–

আমরা সকলে তবু সময়ের একান্ত সৈকতে
নিজেদের অপরের সবায়ের জনমতামতে
অনেক ডোডোর ভিড়ে ডোডোদের মতো
নেই– তবু র'য়ে গেছি স্বভাববশত।
(বিভিন্ন কোরাস [চার], *মহাপৃথিবী*)

*মহাপৃথিবী*তে যে কবিকণ্ঠ স্পষ্ট বিবৃতি-আশ্রয়ী ছিল, *সাতটি তারার তিমির* (১৯৪৮)-এ তা প্রতীক ও বিবিধ আড়াল অবলম্বন করেছে। ইতোমধ্যে দুটি মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা কবির সময়-বোধকে কবিতায় আরও পুনরাবৃত্ত করেছে। যেমন—

ক. প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন— এখনো ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে। ...
প্যারাফিন- লণ্ঠন নিভে গেল আস্তাবলে
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে;
এইসব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।
(ঘোড়া, *সাতটি তারার তিমির*)

খ. ... তাহাদের কারু কারু মণিবন্ধে ঘড়ি
সময়ের কাঁটা হয়তো বা ধীরে-ধীরে ঘুরাতেছে; ...
স্তিমিত –স্তিমিত আরো ক'রে দিয়ে ধীরে
ইহারা উঠিবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে।
(রিস্টওয়াচ, *সাতটি তারার তিমির*)

গ. পৃথিবীকে ধাত্রীবিদ্যা শিখায়েছে যারা বহুদিন
সেই সব আদি অ্যামিবারা আজ পরিহাসে হয়েছে বিলীন।
সূর্যসাগরতীরে তবুও জননী ব'লে সন্ততিরা চিনে নেবে কারে।
(মনোসরণি, *সাতটি তারার তিমির*)

ঘ. তবুও ভোরের বেলা বার-বার ইতিহাসে সঞ্চারিত হ'য়ে
দেখেছে সময়, মৃত্যু, নরকের থেকে পাপীতাপীদের গালাগালি
সরায়ে মহান সিংহ আসে যার অনুভাবনায় স্নিগ্ধ হ'য়ে—
যদি না সূর্যাস্তে ফের হ'য়ে যায় সোনালি হেঁয়ালি।
(সোনালি সিংহের গল্প, *সাতটি তারার তিমির*)

—এখানে উদ্ধৃতি ক-তে লিবিডো ও উল্লম্ফনের পরাবাস্তব প্রতীকে 'ঘোড়া' 'প্রস্তরযুগ' থেকে 'এখন'-এ এসে সময়ের এক প্রবহমান সাঁকো তৈরি করে। খ-তে ঘড়ি-স্পষ্টতই সময়ের প্রতীক। লক্ষণীয় 'ঘড়ি সময়ের কাঁটা' ঘুরাতেছে ব্যাপারটা ভাববার মতো। সময় অবয়বহীন। ঘড়িতে ঘড়ির কাঁটাতে এর প্রতীকী প্রকাশ গণনা। কিন্তু যন্ত্র যখন সময়-কে চালিত করে তখন আমাদের মনোযোগ যায় অন্যত্র— বস্তুবাদে, পণ্য-সংস্কৃতিতেও। কবিতার শেষে সময়কে 'স্তিমিত-স্তিমিত' করে দেবার এবং 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে' ঘড়ির ধীরে জেগে ওঠবার সম্ভাবনায় উগ্র সংগ্রহবাদী পুঁজিবাদ-এর ভবিষ্যৎ বা পরিস্থিতিই কি প্রকাশিত? আবার অ্যামিবার প্রসঙ্গে সময়ের প্রবহমানতায় পৃথিবীর আদি প্রাণের বিলুপ্তি এবং তার প্রলম্বিত বা বিবর্তিত সত্তার বিচরণ-সত্য জীবজগৎ ও বহতা সময়ের মধ্যে যুগপৎ সন্ধি এবং অবসান চিহ্নিত করে। উদ্ধৃতি গ-তে কল্পনার 'সোনালি সিংহ'-যা তেজ ও প্রতিভার কিংবা আভিজাত্যের প্রতীকে আগত, এর 'সোনালি হেঁয়ালি'তে পরিণত হবার দুঃসময়ের করুণ ইতিহাসও সময়-নিয়ন্ত্রিত।

উদ্ধৃতি খ-তে আমাদের বক্তব্য আরও বিশদ হবার অবকাশ পায় কাব্যের অপরাপর কবিতার পঙ্‌ক্তি-বিশ্লেষণও। একটি কবিতার অংশবিশেষ–"বাণিজ্যবায়ুর গল্পে

একদিন শতাব্দীর শেষে..." (নিরঙ্কুশ, *সাতটি তারার তিমির*) –প্রসঙ্গে 'অভ্যুত্থান শুরুর কথা, 'ঘোলা মদ', 'বেশ্যালয়', সেঁকো', 'কেরোসিন' প্রভৃতি শব্দের অনুষঙ্গে পুঁজিবাদের বিকাশও আমাদের সামনে আসে। এই কাব্যগ্রন্থেও কবির স্বদেশ-সমকাল ও বিশ্ব পরিস্থিতি চিত্র আকারে নয়, চিত্রকল্পে এবং কখনো সরাসরি সন-তারিখের বিন্যাসে প্রতীকাত্মকভাবে কবিতায় এসেছে। যেমন–'ক্ষেতে প্রান্তরে' কবিতায়–

চেয়ে দেখে থেমে আছে তবুও বিকাল;
উনিশশো বেয়াল্লিশ ব'লে মনে হয়
তবু-ও কি উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল। ...
প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতি নিয়ে খেলা করে;
কৃষাণের বিবর্ণ লাঙল, ...
চৈত্য, ক্রুশ, নাইন্টিথ্রি ও সোভিয়েট শ্রুতি-প্রতিশ্রুতি
যুগান্তের ইতিহাস, অর্থ দিয়ে কূলহীন সেই মহাসাগরের প্রাণ।
(ক্ষেতে প্রান্তরে, *সাতটি তারার তিমির*)

–'চৈত্য, ক্রুশ, নাইন্টিথ্রি ও সোভিয়েট শ্রুতি-প্রতিশ্রুতি'– মানবেতিহাসের কিছু বিশাল পরিবর্তনকারী, ঘটনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জীবনানন্দের কাছে এগুলো নতুন যুগের নয়, বরং পুরোনো যুগের সমাপ্তি। 'শ্রুতি-প্রতিশ্রুতি'র বৈশিষ্ট্য হিসেবে এখানে চিত্রিত করা হয়েছে রুশ বিপ্লবকে।[৭] উনিশশো বেয়াল্লিশ বাংলার প্রাণক্ষয়ী মন্বন্তরের আগের বছর। 'কৃষাণের বিবর্ণ লাঙল।' মহামারির অব্যর্থ প্রতীকতায় রূপায়িত হয়ে উনিশশো তেতাল্লিশকে পাঠকের স্মৃতিতে নিয়ে আসে।

এ কাব্যের অনেকগুলো কবিতার শিরোনাম সময়-চিহ্নায়ক, বিষয়বস্তুতেও সময়-প্রসঙ্গের অজস্রতা লক্ষণীয়। যেমন– 'রিস্টওয়াচ', 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য', 'লঘু মুহূর্ত', 'সময়ের কাছে', 'মকরসংক্রান্তির রাতে' প্রভৃতি কবিতার নামের মধ্যেই সময়-প্রসঙ্গ নিহিত। আলোচ্য কবিতাসমূহের বাইরে 'উন্মেষ', প্রতীতি', 'ভাষিত', 'সূর্যতামসী', 'জনান্তিকে, 'উত্তরপ্রবেশ', 'দীপ্তি', সূর্যপ্রতিম' প্রভৃতি কবিতায় সময়-প্রসঙ্গের অবতারণা, বিস্তার ও বিশ্লেষণ ঘটেছে। আনুষঙ্গিকভাবে এসেছে ইতিহাসও।

বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)– কাব্যগ্রন্থে এসে পূর্ববর্তী গ্রন্থের তুলনায় সময়-নির্দেশক কবিতার ছক দীর্ঘতর হয়েছে। 'মাঘসংক্রান্তির রাতে', 'শতাব্দী', 'সময় সেতুপথে', 'উত্তরসামরিকী', 'ইতিহাসযান', 'সময়ের তীরে', 'যত দিন পৃথিবীতে', 'মহাগোধূলি' প্রভৃতি কবিতা শিরোনামগতভাবেই সময়-প্রসঙ্গ ধারণ করে আছে। এই কাব্যের ঊনচল্লিশটি কবিতার মধ্যে প্রায় ত্রিশটিতেই ঘুরেফিরে এসেছে সময়-প্রসঙ্গ।

এই কাব্যগ্রন্থে 'মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে' এক শুদ্ধতার আবহ নিয়ে সময়কে দেখতে ও মোকাবেলা করতে চান কবি। *বনলতা সেন*-এ 'অনেক শতাব্দীর মনীষীর' কাজ বলে যা মনে হয়েছিল কবির, সেই সুরকে চড়া করে আরও উদাত্ত কণ্ঠে কবি এই কাব্যগ্রন্থে বলেন–

> ... এসো মানুষ, আবার দেখা যাক
> সময় দেশ ও সন্ততিদের কী লাভ হতে পারে।
> ইতিহাসের সমস্ত রাত মিশে গিয়ে একটি রাত্রি আজ পৃথিবীর তীরে; ...
> ... কোথায় কালের মক্ষিকারা ...
> কাছে-দূরে এই শতাব্দীর প্রাণনদীর রোল ...
> সোফোক্লেস ও মহাভারত মানবজাতির এ ব্যর্থতা জেনেছিল; জানি;
> আজকে আলো গভীরতর হবে কি অন্ধকারে।
> (শতাব্দী, *বেলা অবেলা কালবেলা*)

–শেষপর্যন্ত সংশয় থাকলেও কবির শতাব্দী-কেন্দ্রিক প্রত্যাশা বিবৃত হয়েছে বিস্তারিতভাবে, কল্যাণময়তার সুরে। অন্য একটি কবিতায়–

> সংকল্পের সকল সময়
> শূন্য মনে হয়।
> তবুও তো ভোর আসে– হঠাৎ উৎসের মতো, আন্তরিকভাবে; ...
> মহীয়ান কিছু এই শতাব্দীতে আছে।
> (জয়জয়ন্তীর সূর্য, *বেলা অবেলা কালবেলা*)

আর এমন ইতিবাচক প্রত্যয়ের কবিতার পাশাপাশি কবির সময়-অনুধ্যান এ-পর্বে তীক্ষ্ণ মাত্রা পেয়েছে। খুব সংক্ষিপ্ত, সংহত অথচ গূঢ় তাৎপর্য নিয়ে কবি বলেন–

ক. সময়ের গ্রন্থি সনাতন, তবুও সময়ও তা বেঁধে দিতে পারে?'
(অবরোধ, *বেলা অবেলা কালবেলা*)

খ. ... ... এই
সময় বৃত্তের মতো গোল ভেবে
(অবরোধ, *বেলা অবেলা কালবেলা*)

গ. সময়ঘড়ির কাছে রয়েছে অক্লান্তি শুধু;
(বিস্ময়, *বেলা অবেলা কালবেলা*)

ঘ. মানবীয় সময়কে রূপান্তরিত হয়ে যেতে হয় কোনো
দ্বিতীয় সময়ে,
(পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে, *বেলা অবেলা কালবেলা*)

ঙ. মানবের ইতিহাসে সে অনেক সে অনেক কাল
শেষ ক'রে অনুভব করা যেতে পারে কোনো কাল
শেষ হয়নিকো তবু;
(পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে, *বেলা অবেলা কালবেলা*)

চ. ইতিহাসে ঢের দিন প্রমাণ করেছে
মানুষের নিরন্তর প্রয়ণের মানে
হয়তোবা অন্ধকার সময়ের থেকে
বিশৃঙ্খল সমাজের পানে
চ'লে যাওয়া,
(যতদিন পৃথিবীকে, *বেলা অবেলা কালবেলা*)

–'ক' থেকে 'চ' পর্যন্ত উদ্ধৃতিসমূহে মনোনিবেশ করে সময় বিষয়ক আমাদের উপস্থাপিত তত্ত্ব এবং কবির নিজস্ব সময় ধারণার একটি রূপরেখা আবারো দেখা যেতে পারে। উদ্ধৃতি ক-তে সময়ের সনাতন গ্রন্থিকে সময় নিজেই বেঁধে দিতে পারে ধারণাটা কবির সময়-ধারণা উদ্‌গত। উদ্ধৃতি খ-তে সময়কে 'বৃত্তের মতো গোল' অর্থাৎ পুনরাবৃত্তিময় উপস্থাপন হেরাক্লিটস ব্যতীত প্রাচীন গ্রিক বিজ্ঞানীদের ধারণানুগ। উদ্ধৃতি গ-তে সময়কে ঘড়ির সঙ্গে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। সময়ের শুরু কিংবা শেষ নয়, ক্লান্তিহীন এক বস্তু বা বিষয়রূপে সময়কে দেখা কবির ব্যক্তি-উপলব্ধিজাত এবং মোটের ওপর গড়-দৃষ্টিকৌণিক। উদ্ধৃতি ঘ-তে গুরুতর কথা বলা হয়েছে আলোচ্য প্রসঙ্গে। মানবীয় সময়কে রূপান্তরিত হয়ে দ্বিতীয় সময়ে চলে যাবার তত্ত্ব টাইম-মেশিন আবিষ্কার-কেন্দ্রিক মূলীভূত ধারণা উৎসারিত। কবির সময়-প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে অনেক অগ্রগামী তা বলতেই হয়। উদ্ধৃতি ঙ-তে মহাসময়ের পটভূমিতে মানব-ইতিহাসকে স্থাপন করা হয়েছে, দেখানো হয়েছে মানবেতিহাসের অনিত্যতা ও মহাসময়ের অনাদি বহমানতা। মহাজাগতিক সময়বীক্ষা এখানে কাব্যধৃত হয়েছে। উদ্ধৃতি চ-তে আবারো মুখাপেক্ষী হতে পারি বদ্রিলারের। অস্থির সময়ের নিরিখে মানুষের কোথাও পৌঁছানোর থাকে না, তার গন্তব্য অনির্দিষ্ট ও অবাস্তব। তাই 'হয়তো' তার অবসান 'বিশৃঙ্খল সমাজের পানে' যাত্রা—অনির্দিষ্ট, সংশয়পূর্ণ।

৩ :

কবিতার কেন্দ্রে যখন সময় প্রতিস্থাপিত হচ্ছে, কবির বলবার ধরন ততই বিবৃতি বা বর্ণনামূলক হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে হাজার বছরের পটভূমিতে জীবনানন্দ দাশ পছন্দ করেন তাঁর সময়কে রূপায়িত করতে। কারণ সমকালকে সরাসরি না এনে তাতে তিনি সৃষ্টি করতে চান কাব্যিক আড়াল, শিল্পোত্তীর্ণতার উপাদান-উপকরণ। তাই *বনলতা সেন*-পর্বে তাঁর সময়-ভাবনার পঙ্‌ক্তি আলো-আঁধারিপূর্ণ– "হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো:/ চারিদিকে চিরদিন রাত্রির নিধান;"

(হাজার বছর শুধু খেলা করে, *বনলতা সেন*)। অন্ত্যপর্ব অর্থাৎ *বেলা-অবেলা কালবেলা* তে পুরোপুরিই এর ব্যতিক্রম। এবার প্রকাশ্য সরাসরি বিবৃতি বা ভাষণের মতো–

ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত শত
শত জলঝর্নার ধ্বনি।
(হে হৃদয়, *বেলা অবেলা কালবেলা*)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় একদা শৈল্পিক উপলব্ধির সূত্রে জীবনানন্দ দাশের কবিতার আবয়বিক রহস্য উন্মোচন করেছিলেন। তাঁর বিবেচনায়– স্থানগত ও কালগত সুদূরতাকে ব্যঞ্জিত করার জন্যই দীর্ঘস্বর ধ্বনির প্রতি জীবনানন্দ দাশের পক্ষপাত। দীর্ঘ স্বরধ্বনি, বিশেষ 'আ'-স্বর জীবনানন্দের উক্ত উদ্দেশ্যসাধনে বিশেষ সহায়ক। যেমন–

কাল তার অতি দূরে আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায়
দীর্ঘবর্শা হাতে
করে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন–
(হাওয়ার রাত, *বনলতা সেন*)

–আমাদের পর্যবেক্ষণেও সময়-প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে প্রাকরণিক এই দিক গুরুত্বপূর্ণ এবং যথার্থ বলে মনে হয়।

৪ :

জীবনানন্দ দাশ কবিতায় সময় প্রসঙ্গ অর্থাৎ কাল, সময়, ইতিহাস, যুগ, শতাব্দী প্রভৃতি এনেছেন সম্যক সচেতনতা নিয়ে কবিতার শিল্পোত্তীর্ণতাকে বজায় রেখে। তাঁর সময়বোধ, সময়হীনতার ধারণা, ইতিহাস-ঐতিহ্যবোধ তাঁর সম্পর্কে বহু উচ্চারিত প্রকৃতিবোধ-এর চেয়ে বিস্তারে কম হলেও গুরুত্বে কম নয়। 'বছর', 'সময়' বা 'হাজার বছর' দিয়ে জীবনানন্দ শুরু করলেও তাঁর সময়-ধারণার বৃত্ত সম্পন্ন হয়েছে 'ইতিহাস'-শব্দপুঞ্জ দিয়ে। কারণ "আবহমান কালের মানবসমাজ এবং তার ঐহিক আত্মিক ইতিহাসধারায় ক্রমবিকাশী অনুবর্তনের বোধই জীবনানন্দের কাব্যে ইতিহাস চেতনারূপে উপস্থিত।" (প্রদ্যুম্ন: ১৯৯০ : ১০৩)। সময়ের নানাবিধ প্রকাশের পরও জীবনানন্দ দাশ সময়কে সার্বিক বিচারে ইতিহাসের পটভূমির মধ্যে সমর্পণ করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে T.S Eliot এর *Tradition and Individual Telent*-এর অংশবিশেষ–

> ...historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and of the timeless and of the tempral together, is what makes a writter traditional. (Eliot : 1963 : 23)

জীবনানন্দ দাশকে তাঁর সময় থেকে এখন অবধি 'প্রাসঙ্গিক, 'অবশ্য পাঠ্য' এবং 'জাত কবি' হিসেবে বিবেচনা করার কারণ সম্ভবত এটাই যে, তাঁকে আজকেও নতুনভাবে পড়া যায়, নতুনভাবে আবিষ্কার করা যায়। সময়ের প্রবাহে কবি এজন্যই হয়ে ওঠেন একক এক প্রতিষ্ঠান, জগৎ– যা অভিহিত বা চিহ্নিত হয় 'জীবনানন্দীয়' হিসেবে।

টীকা-নির্দেশ

১. বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দ দাশের আসন কোথায় হবে সে বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু মনস্থির করেননি, প্রয়োজনও বোধ করেননি, তবে এক সম্ভাবনাসূচক ইতিবাচকতা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর ভাষায়– "আপতত, আমাদের পক্ষে, এই কথাই কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মর্তব্য যে 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে'র 'অগ্নিপরিধি'র মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি ' দেবদারু গাছে কিন্নরকণ্ঠ' শুনেছিলেন, তিনি এই উদ্‌ভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণস্বরূপ।" (বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে [১৯৫৫], *কালের পুতুল*, পৃ. ৫৭)

২. অশ্রুকুমার সিকদার 'ইয়েটস ও জীবনানন্দ প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে এই দুই কবির সৃষ্টি ও চিন্তার সমধর্ম এবং রূপায়নের নৈকট্য দৃষ্টান্তসহ তুলে ধরেছেন। যেমন–

ক. The trees are in their autumn beauty, ...(The Wild Swans at Coole)

চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে/হেমন্ত আসিয়া গেছে... (দুজন)

খ. like the pale waters in their wintry race (The rose of the World)
আকাঙ্ক্ষার আলোড়নে চলিতেছে বয়ে/হেমন্তের নদী...। (অনেক আকাশ)

এছাড়াও তিনি 'মৃত্যুর আগে', 'হায় চিল' সহ আরও অনেক কবিতার অংশবিশেষ তুলে ধরে বলেছেন—

"এই সব দেখে শুনে অপ্রতিরোধ্য সন্দেহ জন্মায়, এই সব সাদৃশ্য আকস্মিক নয়, প্রকরণগত বা আক্ষরিক মাত্র নয়— এই সাদৃশ্যের মূল চলে গেছে কাব্যের জন্মের সেই অন্ধকার অনাবিষ্কৃত উৎসমুখে– যেখান থেকে অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সমন্বয়ে জাত প্রতিভা তার ছটায় ইমেজ নিয়ে আসে, শব্দ নিয়ে আসে, সুর নিয়ে আসে। উপলব্ধির-আত্মীয়তা থেকেই আসে এই সাদৃশ্য, তাই প্রভাব আর মৌলিকতার অভাব এক কথা নয়।" (*আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়*, পৃ. ১১৩-১২৯)

৩. চিরায়ত বলবিদ্যা অনুযায়ী স্থান, কাল ও ভরকে পরম বলে ধরা হয়। কিন্তু আইনস্টাইন সর্বপ্রথম দাবি করলেন যে, পরমস্থান, পরমকাল এবং পরমভর বলতে কিছু নেই। স্থান, কাল এবং ভর তিনটিকেই আপেক্ষিক ধরে তিনি তাঁর বিখ্যাত আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রস্তাব করেন ১৯০৫ সালে।

৪. *শ্রেষ্ঠ কবিতা* প্রকাশিত হয় মে মাসে, জীবনানন্দের পরলোকগমন ঘটে অক্টোবরে। এই গ্রন্থে *বনলতা সেন* ও *মহাপৃথিবী*র মধ্যবর্তী সময়ে রচিত তিনটি কবিতা এবং *মহাপৃথিবী*

ও *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থের মধ্যবর্তী অংশে লিখিত দুটি কবিতা স্থান পেয়েছে। *শ্রেষ্ঠ কবিতার* এবং এর পরবর্তী কবিতাবলিকে কবির উপান্ত পর্যায়ের রচনা বলা যায়। আবদুল মান্নান সৈয়দের বিবেচনা– একেবারে উপান্ত্য পর্যায়ের কবিতায় জীবনানন্দের জীবনব্যাপী অন্তর্দ্বন্দ্বজাত রক্তাক্ততা মুছে গিয়ে একটি স্নিগ্ধ লাবণ্যে ভ'রে উঠছিলো। 'মহাজিজ্ঞাসা', 'অবিনশ্বর', তোমাকে ভালোবেসে', 'রক্ত নদীর তীরে', 'দুদিকে ছড়িয়ে আছে' ইত্যাদি কবিতায় এক স্বচ্ছ সৌম্য আনন্দের বিস্তীর্ণতা ভোগ করেছিলেন কবি। তাঁর উপান্তপর্যায়ী কবিতানিচয়ে তাঁর প্রিয় চিত্রকল্প রূপান্তরিত হ'য়ে যাচ্ছিলো প্রতীকে। প্রবহমান জল আর স্থির সবুজ তরু আর দীপ্ত আলো– এই সবই জীবনের গভীরতম তাৎপর্যে রূপায়িত হয়েছে। মৃত্যু এসে জীবনের বৃত্ত পূর্ণ করে। জীবনানন্দের মতো মহৎ কবি তাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের তন্ময় কাব্যসাধনায় তাঁর বৃত্ত সম্পূর্ণ সফর করেছিলেন।

৫. প্রাচীন গ্রিসের অনেক দার্শনিকই মনে করতেন কাল বৃত্তাকার। তাঁদের মতে– সংসারে নতুন কিছুই ঘটে না। সবই আবৃত্ত ও পুনরাবৃত্ত। ব্যতিক্রম ছিলেন হেরাক্লিটাস। তিনি মনে করতেন কাল প্রবহমান এবং পুনরাবৃত্তিহীন। তাই তাঁর ভাষ্য ছিলো– 'আমরা এক নদীতে দ্বিতীয়বার স্নান করি না'।

৬. বিস্তারিত দেখুন আবদুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত *জীবনানন্দ দাশের প্রকাশিত–অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র*-এর পরিশিষ্ট –৭৫২-৭৬২ পৃষ্ঠায়।

৭. ক্লিন্টন বি সিলি'র *অনন্য জীবনানন্দ* গ্রন্থের ১৯৯–২০০ পৃষ্ঠায় কবিতাটির নানা প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গের প্রামাণ্য ও অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (২০০৭), *জীবনানন্দ*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা

২. অশ্রুকুমার সিকদার (১৩৮৬ বঙ্গাব্দ), *আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

৩. ক্লিন্টন বি সিলি (২০১১), *অনন্য জীবনানন্দ*, ফারুক মঈনউদ্দীন অনূদিত, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

৪. জীবনানন্দ দাশ (২০১৬), *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র*, আবদুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত, পঞ্চদশ মুদ্রণ, অবসর, ঢাকা

৫. টি এস এলিঅট (২০১১), *পোড়ো জমি ও চৌতাল*, জগন্নাথ চক্রবর্তী অনূদিত, তৃতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য আকাদেমি, কলকাতা

৬. তপোধীর ভট্টাচার্য (২০১৩), *জাঁ বদ্রিলার : সময়ের চিহ্নায়ন*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা

৭. প্রদ্যুম্ন মিত্র (১৯৯০), *জীবনানন্দের চেতনাজগৎ*, প্রথম দে'জ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, কলকাতা

৮. বায়তুল্লাহ্ কাদেরী (২০০৯), *বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

৯. বুদ্ধদেব বসু (২০১৩), *কালের পুতুল*, দ্বিতীয় প্রকাশ, সুচয়নী, ঢাকা

১০. রফিকউল্লাহ খান (২০১০) *অবচেতন এবং কবিতা*, ধ্রুবপদ, ঢাকা

১১. শঙ্খ ঘোষ (২০০৯), *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক*, ষষ্ঠ সংস্করণ, দে'জ পাবিলিশিং, কলকাতা

১২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০০), *বাংলা কবিতার কালান্তর*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা

১৩. সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ্ [সম্পা] (১৩৭২ বঙ্গাব্দ), *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস–দ্বিতীয় খণ্ড*, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১৪. সিরাজ সালেকীন (২০০৬) *জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প : জীবনজিজ্ঞাসা ও শৈলী বিচার*, ঐতিহ্য, ঢাকা

১৫. T.S. Eliot (1963), *Tradition and the Individual Talent, Selected Prose*, Middlesex : Penguin Books rpt

পত্র/পত্রিকা/ম্যাগাজিন

১. খোন্দকার আশরাফ হোসেন [সম্পা] (২০০০), *একবিংশ–১৯, নজরুল-জীবনানন্দ সংখ্যা*, ঢাকা

২. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান [সম্পা] (১৩৯৮ বঙ্গাব্দ), মাসুদুজ্জামান, *জীবনানন্দ দাশ : তাঁর কবিতাচিন্তা, সাহিত্য পত্রিকা*, পঁয়ত্রিশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা